চাতোয়াবাজির অন্তরালে

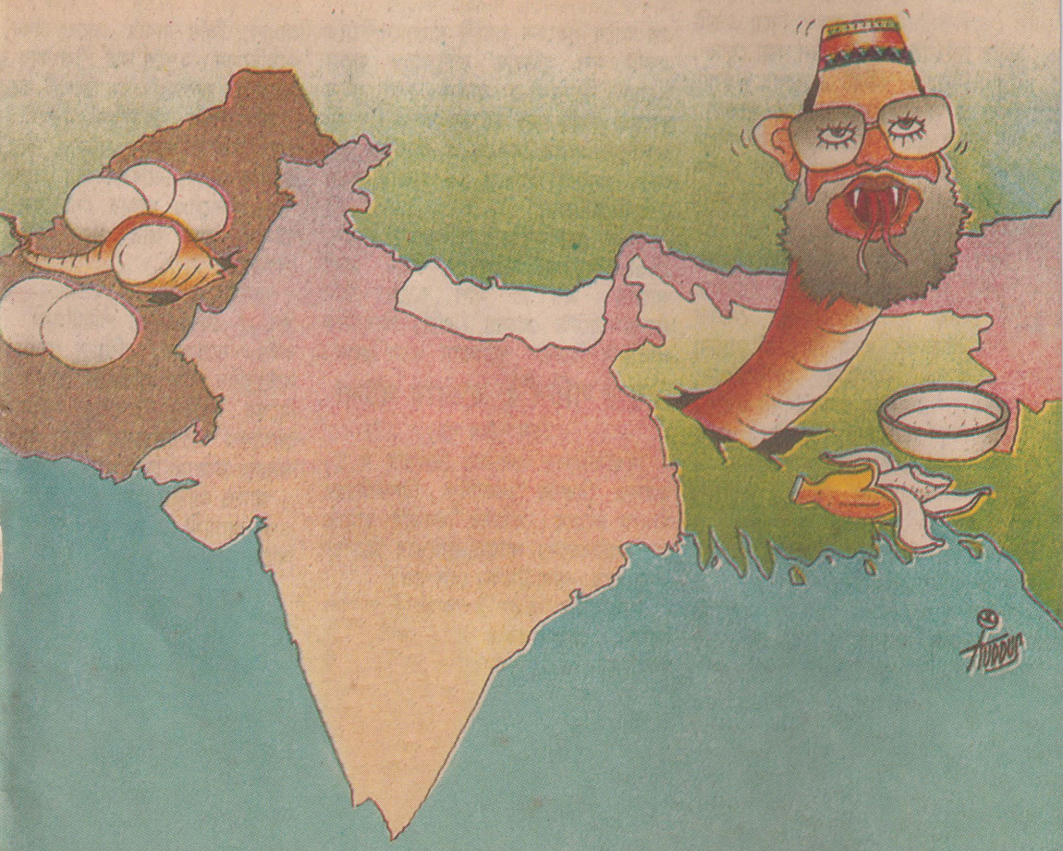

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ফতোয়াবাজির অন্তরালে

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল ঃ
বৈশাখ - ১৪০৭
সফর - ১৪২১
মে - ২০০০

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা-১০০০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ইদানিং বাংলাদেশে ফতোয়াবাজির জোয়ার বয়ে চলেছে। কথায় কথায় ফতোয়া দেয়ার প্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রথমে ধর্ম ব্যবসায়ী চক্র প্রতিপক্ষকে **কাফের** বলে আখ্যা দিত। এরপর আরম্ভ হলো **মুরতাদ** ফতোয়া প্রদান। এবার এই একই বিষয়ে নতুন সংযোজন **যিন্দীক**।

মজলিস তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওত, পাকিস্তানের নায়েব আমীর 'আল্লামা' ইউসুফ লুধিয়ানী ১৯৮৫ সনের ১লা অক্টোবর দুবাইয়ের 'শুয়ুখ' মসজিদে একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাটি পরবর্তীতে পাকিস্তানে 'কাদিয়ানী আওর দুসরে কাফেরোঁ কে দারমিয়ান ফারাক' শীর্ষক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই উর্দূ বইটির বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটির নাম রাখা হয়েছে **'কাদিয়ানীরা কাফির এবং অন্যান্য কাফিরের সঙ্গে কাদিয়ানীদের পার্থক্য'** এই পুস্তিকার উত্তর বক্তৃতা আকারে এবছর আমাদের ৭৬তম দেশীয় জলসায় উপস্থাপন করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তাঁর সেই বক্তব্য সুবিন্যস্ত পুস্তিকা আকারে এবার প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশের সমস্ত শান্তিপ্রিয় সচেতন নাগরিক ও হাক্কানী আলেমগণ ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে। সরলমনা জনসাধারণের বিভ্রান্তির অবসানকল্পে ও সত্যান্বেষীদের যাচাইকর্মে সাহায্যের জন্য আমরা কুরআন-হাদীস ভিত্তিক এই 'ফতোয়াবাজির অন্তরালে' প্রবন্ধ পরিবেশন করলাম। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে এই পুস্তিকা আগাগোড়া পড়ে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের অনুরোধ করছি।

বিনীত

ঢাকা- ৮ই মে, ২০০০ইং

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

- সাধারণ পাঠকের গবেষণার সুবিধার্থে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুদিত কুরআন করীমের আয়াত নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রচ্ছদের কার্টুন ঃ দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে ভেতরের কার্টুন ঃ সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার -এর সৌজন্যে প্রকাশিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সম্প্রতি উগ্র মৌলবাদী চক্রের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নিরীহ সদস্যদের উপর আক্রমণ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯ খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে বোমা আক্রমণের জঘন্য ও ধিকৃত ঘটনার কথা দেশবাসী অবগত আছেন। বোমা আক্রমণের ফলশ্রুতিতে ৭জন মুসল্লীর মৃত্যুতে যখন আহমদীরা শোকাভিভূত আর দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ ও আপামর জনসাধারণ যখন এর নিন্দাতে সোচ্চার তখনও থেমে থাকেনি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে এরা 'পাকিস্তানী মোল্লাতন্ত্র' বাংলাদেশে ছড়ানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে পাকিস্তানের এক মৌলভী **'আল্লামা' ইউসুফ লুধিয়ানী**-র ফতোয়া সম্বলিত একটি পুস্তিকা বাংলা অনুবাদ করে পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন শহর ও গঞ্জে ছড়ানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে এই মৌলভী **মানুষ হত্যার ফতোয়া** প্রদান করেছেন তার এই পুস্তিকায়। উক্ত মোল্লাচক্রের বাংলাদেশী এজেন্টরা কেবল এতেই ক্ষান্ত নয় বরং তারা বাস্তবেই মানুষকে উস্কানি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে আহমদীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় আপত্তির জবাব বার বার দেয়া হয়েছে। তাসত্ত্বেও বর্তমান চাহিদার আলোকে আমরা 'আল্লামা' ইউসুফ লুধিয়ানীর **'আহমদীয়া মুসলিম জামাত তথা কাদিয়ানীরা কাফির এবং অন্যান্য কাফিরের সঙ্গে কাদিয়ানীদের পার্থক্য'** নামক পুস্তিকার উত্তর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারা কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কারা ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী– একথা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন।

সুধী পাঠক,

আমরা প্রথমে 'আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানী'র আহমদীয়া-বিরোধী মূল আপত্তিসমূহ আপনাদের সামনে হুবহু উপস্থাপন করছি।

তার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'আরেকটি মাসআলা বোঝা প্রয়োজন। আমাদের কিতাবসমূহে একটি মাসআলা লিপিবদ্ধ আছে। এবং এর উপর চার মাযহাবের মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাসআলাটি হলো ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায়, ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তার সম্পর্কে ফয়সালা হলো তাকে তিনদিন সময় দেয়া হবে। তার মনে জাগরিত বিভিন্ন সন্দেহ বিদুরনের চেষ্টা করা হবে। তাকে বুঝানো হবে। যদি সে বুঝে যায়, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, এবং পুনরায় ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে, তাহলে তো অত্যন্ত ভালো কথা না হয়, আল্লাহ্‌র যমীনকে তার অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে পাক করতে হবে। এটা হলো মুরতাদকে কতল করার মাসআলা। এতে আমাদের কোন ইমামের মতবিরোধ নেই' ('আহমদীয়া জামাত তথা কাদিয়ানীরা কাফির এবং অন্যান্য কাফিরের সঙ্গে কাদিয়ানীদের পার্থক্য'-পৃষ্ঠা-৫)।

তার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো ঃ 'যে যিন্দীক স্বীয় কুফরকে ইসলাম সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত তার ব্যাপারটা মুরতাদ থেকেও ভয়ংকর। ...এর ব্যাখ্যা হলো, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় যে সে যিন্দীক। সে স্বীয় কুফরকে ইসলাম সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত এবং এ ব্যক্তি ধৃতও হয়। এরপর যদি সে বলে যে, ইহা আমি তাওবা করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করবো না, তাহলে এর তাওবা কবুল করা এবং না করা আল্লাহ্‌র কাজ। আমরা তার উপর শাস্তি বিধান বাস্তবায়িত করবো। তার অস্তিত্বকে বাকী রাখবো না। ... কিন্তু গ্রেফতার হবার পর হাজার বার তাওবা করলেও তার উপর মৃত্যুদন্ড অবশ্যই জারী করা হবে' (প্রাগুক্ত ঃ পৃষ্ঠা-৬)।

তার তৃতীয় বক্তব্য ঃ '... বিশ্ববাসী জানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশেষ নবী। এটা মুসলমানদের এমন একটি আকীদা যাতে সন্দেহ বা সংশয়ের সামান্য অবকাশও নেই ... দুই শতাধিক এমন হাদিস রয়েছে যেগুলোতে নবী করীম (সাঃ) বিভিন্নভাবে নানা পন্থায় খতমে নবুওয়াতের মাসয়ালা বুঝিয়েছেন। বলেছেন যে তার পরে আর কোন নবী আসবেন না, তারপরে আর কাউকেও নুবওয়াত দেয়া হবে না। .... সর্বশেষ নবীর অর্থ এ নয় যে, কোন নবী জীবিত নেই। যদি একথা মেনেও নেয়া হয়, যে সমস্ত নবী তার যুগে এসেছেন এবং খাদিম হয়েছেন তার পরও তিনি সর্বশেষ নবী। কারণ, কাউকেও নবুওয়াত দান করা হবে না। আল্লাহ্‌র নিকট নবীগণের নামের তালিকায় সর্বশেষ নাম নবী করীম (সাঃ)-এর। তার আগমনে ঐ তালিকা পূর্ণ হয়ে গেছে' (প্রাগুক্ত পৃঃ -৮)।

একই বিষয়ে 'আল্লামা'-র আর একটি বক্তব্য হলো ঃ 'মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অপরাধ দুইটি ঃ (১) নবুওয়াতের দাবী তুলে এক নতুন দীনের উপস্থাপন করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ইসলাম। (২) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আনীত দীনকে কুফর বলেছেন। মির্জার দীন যারা মানবে তারা মুসলমান। আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর দীন যারা মানবে তারা কাফির' (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১১)।

সুধী পাঠক,

আমরা প্রথমে 'আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানী'র আহমদীয়া-বিরোধী মূল আপত্তিসমূহ আপনাদের সামনে হুবহু উপস্থাপন করছি।

তার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'আরেকটি মাসআলা বোঝা প্রয়োজন। আমাদের কিতাবসমূহে একটি মাসআলা লিপিবদ্ধ আছে। এবং এর উপর চার মাযহাবের মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাসআলাটি হলো ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায়, ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তার সম্পর্কে ফয়সালা হলো তাকে তিনদিন সময় দেয়া হবে। তার মনে জাগরিত বিভিন্ন সন্দেহ বিদুরনের চেষ্টা করা হবে। তাকে বুঝানো হবে। যদি সে বুঝে যায়, হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, এবং পুনরায় ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে, তাহলে তো অত্যন্ত ভালো কথা না হয়, আল্লাহ্‌র যমীনকে তার অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে পাক করতে হবে। এটা হলো মুরতাদকে কতল করার মাসআলা। এতে আমাদের কোন ইমামের মতবিরোধ নেই' ('আহমদীয়া জামাত তথা কাদিয়ানীরা কাফির এবং অন্যান্য কাফিরের সঙ্গে কাদিয়ানীদের পার্থক্য'-পৃষ্ঠা-৫)।

তার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো ঃ 'যে যিন্দীক স্বীয় কুফরকে ইসলাম সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত তার ব্যাপারটা মুরতাদ থেকেও ভয়ংকর। ...এর ব্যাখ্যা হলো, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় যে সে যিন্দীক। সে স্বীয় কুফরকে ইসলাম সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত এবং এ ব্যক্তি ধৃতও হয়। এরপর যদি সে বলে যে, ইহা আমি তাওবা করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করবো না, তাহলে এর তাওবা কবুল করা এবং না করা আল্লাহ্‌র কাজ। আমরা তার উপর শাস্তি বিধান বাস্তবায়িত করবো। তার অস্তিত্বকে বাকী রাখবো না। ... কিন্তু গ্রেফতার হবার পর হাজার বার তাওবা করলেও তার উপর মৃত্যুদন্ড অবশ্যই জারী করা হবে' (প্রাগুক্ত ঃ পৃষ্ঠা-৬)।

তার তৃতীয় বক্তব্য ঃ '... বিশ্ববাসী জানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশেষ নবী। এটা মুসলমানদের এমন একটি আকীদা যাতে সন্দেহ বা সংশয়ের সামান্য অবকাশও নেই ... দুই শতাধিক এমন হাদিস রয়েছে যেগুলোতে নবী করীম (সাঃ) বিভিন্নভাবে নানা পন্থায় খতমে নবুওয়াতের মাসয়ালা বুঝিয়েছেন। বলেছেন যে তার পরে আর কোন নবী আসবেন না, তারপরে আর কাউকেও নুবওয়াত দেয়া হবে না। .... সর্বশেষ নবীর অর্থ এ নয় যে, কোন নবী জীবিত নেই। যদি একথা মেনেও নেয়া হয়, যে সমস্ত নবী তার যুগে এসেছেন এবং খাদিম হয়েছেন তার পরও তিনি সর্বশেষ নবী। কারণ, কাউকেও নবুওয়াত দান করা হবে না। আল্লাহ্‌র নিকট নবীগণের নামের তালিকায় সর্বশেষ নাম নবী করীম (সাঃ)-এর। তার আগমনে ঐ তালিকা পূর্ণ হয়ে গেছে' (প্রাগুক্ত পৃঃ -৮)।

একই বিষয়ে 'আল্লামা'-র আর একটি বক্তব্য হলো ঃ 'মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অপরাধ দুইটি ঃ (১) নবুওয়াতের দাবী তুলে এক নতুন দীনের উপস্থাপন করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ইসলাম। (২) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আনীত দীনকে কুফর বলেছেন। মির্জার দীন যারা মানবে তারা মুসলমান। আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর দীন যারা মানবে তারা কাফির' (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১১)।

মৌলানা লুধিয়ানীর চতুর্থ বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'বলা বাহুল্য এই মির্জায়ী সম্প্রদায় যিন্দীক। তারা এমনকতগুলো কুফরী আকিদা পোষণ করে যা ইসলামের দৃষ্টিতে নির্ভেজাল কুফর। কিন্তু তারা তাদের এই কুফরী আকীদাকে ইসলামের নাম দিয়ে চালিয়ে দেয়। এখানেই শেষ নয় বরং আরেক ধাপ এগিয়ে তারা তাদের এ কুফরী আকিদাসমূহের সমর্থনে অহেতুকভাবে কুরআন ও হাদীস উপস্থাপন করে। তারা শুকর ও কুকুরের গোস্ত বিক্রি করে হালাল পন্থায় যবেহকৃত জন্তুর গোস্ত বলে। তারা মদ বিক্রি করে কিন্তু যমযমের লেবেল লাগিয়ে' (প্রাগুক্ত-পৃঃ-৯)।

আল্লামা লুধিয়ানীর বক্তব্যের সারাংশ হলো ঃ

(১) আহমদীয়া জামাত মুরতাদ। সুতরাং তিনদিনের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে হত্যার অবকাশ আছে।

(২) আহমদীয়া জামাত যিন্দীক। সুতরাং কোন সুযোগ না দিয়েই তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।

(৩) আহমদীয়া জামাত খাতামান্নাবীঈন সঠিক অর্থে বিশ্বাস করে না। মীর্যা গোলাম আহমদ নাকি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছেন ও তিনি নাকি রসূল করীম (সাঃ)-এর দীনকে কুফর বলেছেন। নাউযুবিল্লাহ্।

(৪) আহমদীয়া জামাত তাদের কুফরীকে ইসলাম বলে চালায়। তার উপর তারা আবার কুরআন ও হাদিস থেকে অহেতুক যুক্তি প্রদর্শনের ধৃষ্টতা দেখায়।

সম্মানিত পাঠক,

সর্বপ্রথম আমি 'আল্লামা' **লুধিয়ানীর চার নম্বর আপত্তির উত্তর** দিচ্ছি। 'আল্লামা'-র এই বক্তব্যের সারমর্ম হলোঃ একে তো মুরতাদ, তার উপর নিজেদের মতবাদের সমর্থনে কুরআন ও হাদিস পরিবেশন করে! কত বড় আস্পর্ধা!! এই বক্তব্যে আল্লামার আসল আপত্তি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের থলের বেড়াল বের হয়ে গেছে। মোল্লাদের সবচেয়ে বড় কষ্ট–আহমদী মুসলমানদের কাছে কুরআন এবং হাদীসের এরূপ অকাট্য যুক্তি বিদ্যমান – যার সামনে মোল্লারা টিকতে পারে না, বরং এতে মোল্লাদের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। এজন্য, যে কোন মূল্যে আগে আহমদীদের কুরআন ও হাদিস বলা বন্ধ করাতে হবে ! এর দৃষ্টান্ত আমরা পাকিস্তানে দেখতে পাই। ওখানে কাদিয়ানীরা যে কাফের তার কোন দলিল দেয়া হয় নাই বরং আহমদীরা ইসলামী শিক্ষা যেন প্রচার করতে না পারে সে বিষয়ে সমস্ত কালা-কানুন আরোপ করা হয়েছে (জেনারেল জিয়াউল হক প্রণীত অর্ডিনেন্স নং-২০, পাকিস্তানের দন্ড বিধি-২৯৮ খ ও গ)।

একই পাকিস্তানী মোল্লাচক্রের ফতোয়া সম্বলিত পুস্তিকা এদেশে প্রচার করা হচ্ছে, এদের বাংলাদেশী দোসররা এর অনুবাদ করছে। স্বাধীন সার্বভৌম একটা দেশে এরা বিদেশী নাগরিকদের ফতোয়া ছড়াচ্ছে আর এর প্রতিক্রিয়ায় আহমদীদের উপর বোমা আক্রমণ, আহমদী সদস্যদের গুরুতর আহত করা, তাদের মসজিদ ধ্বংস ও দখল, আহমদীদের বাড়ী-ঘর লুটপাট প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন স্থানে একই ধর্মীয় সন্ত্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশে একটি সচেতন সজাগ সরকার থাকতে এসব কিভাবে সম্ভব ? পবিত্র সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ একপক্ষকে বলগাহীন আচরণের অনুমতি দিয়ে একটি নিরীহ ধর্মগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার হরণ করা নয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ধর্ম ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় আপত্তি হলো, আহমদীয়া জামাত যেহেতু অমুসলমান তাই এরা কখনই ইসলামের নামে নিজের মতবাদ প্রচার করতে পারে না ! সুধী পাঠক, এই আপত্তির খন্ডনে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ওরফে কাদিয়ানীদের ধর্মবিশ্বাস কি ? এ বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, *'আমি সত্য বলছি এবং খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও তাঁর পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই'* (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২, মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)।

আহমদী মুসলমানদের কলেমা হলো **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'**। এরা পাঁচ ওয়াক্ত শর্তানুযায়ী নামায পড়ে, রমযানের একমাস রোযা রাখে, যাকাতের শর্ত পূর্ণ হলে যাকাত দেয়, হজ্জের শর্ত পূর্ণ হলে হজ্জ করে। ঈমানিয়াতের সব ক'টা বিষয় আহমদীরা মানে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর, ফেরেশতাদের উপর, সমস্ত ঐশী গ্রন্থ ও সকল রসূলদের উপর,

কিয়ামতের উপর, তকদীরের ভাল-মন্দের উপর আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর এরা পূর্ণ ঈমান রাখে।

এই হলো আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস। মহান আল্লাহ ও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আহমদীরা মুসলমান। মহানবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শেষ যুগে মুসলমানদের দলাদলি ঘুঁচাতে, সারা পৃথিবীতে ইসলামকে জয়যুক্ত করতে আর মুসলমানদের মাঝে ঐশী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর এক পূর্ণ অনুসারী **হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)** আগমন করবেন। তাঁকে মান্য করা সব মুসলমানের কর্তব্য। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ তাঁর নির্ধারিত সময় আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই হলেন এই জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তাঁর নিজের এবং তাঁর জামাতের ধর্ম–বিশ্বাস কি তা উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে অতীব স্পষ্ট।

এখন প্রশ্ন হলো, **আহমদীরা কথায় কথায় কুরআন হাদিস উপস্থাপন করে কেন ?** 'মোল্লারা' কি জানে না এই বিষয়ে আল্লাহ্'তালা কি বলেছেন? মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

উচ্চারণ ঃ 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু আতিউল্লাহা ওয়া আতিউররাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। ফা ইন তানাযা'তুম ফি শাইয়িন ফা রুদ্দুহু ইল্লাল্লাহি ওয়ার রাসূলি ইনকুনতুম তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখের, যালিকা খায়রুন ওয়া আহসানু তাবীলা।'

ইসলামী ফাউন্ডেশন কৃত এই আয়াতের অনুবাদ হলো ঃ *'হে মু'মিনগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী, কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে*

উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)।

উক্ত আয়াতের শিক্ষানুযায়ী মুসলমানদের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ ও বিতন্ডার সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষানুযায়ী বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে।

সুধী পাঠক,

মুসলমান হিসাবে আমরা আল্লাহ্র কালাম আল কুরআন মানতে বাধ্য। যেখানে মোল্লাদের সাথে আমাদের মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষানুযায়ী আমরা নিজ বিশ্বাসের সমর্থনে কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকি। আল্ কুরআনে আল্লাহ ও রসূলের দরবারে বিষয়টিকে যাচাই করার জন্য বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এখন আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত পাবো কোথায় ? পাবো কুরআন শরীফে। রসূলের মিমাংসা পাবো কোথায়? পাবো সুন্নত ও হাদিসে। তাই আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী আহমদীয়া জামাত নিজেদের মতবাদকে কুরআন, সুন্নত ও হাদিসের শিক্ষার আলোকে জগতের সামনে উপস্থাপন করে থাকে। 'আল্লামা' লুধিয়ানীর এই আপত্তি নিছক মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি অপপ্রয়াস, তা নাহলে মুসলমান মাত্রই নিজেদের বিশ্বাসকে ও মতবাদকে কুরআন, সুন্নত ও হাদিসের আলোকে যাচাই করতে বাধ্য।

বিবেকের কাছে প্রশ্ন, আমরা যাবো কোথায় ? আল্লাহ্র আদেশ মানলে আমরা অপরাধী, রসূলের সুন্নত ও হাদিস মানলেও আমরা অপরাধী, নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করলেও মোল্লাদের আপত্তি ! কথায় বলে, 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে সেই দশা।

প্রসঙ্গ ঃ মুরতাদ

সম্মানিত পাঠক !

এবার **এক নম্বর আপত্তির খন্ডন**। 'আল্লামা' লুধিয়ানী পরিবেশিত মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়টি এখন আমাদের যাচাই করতে হবে। লুধিয়ানী সাহেবের মতে, আহমদীয়া জামাত 'মুরতাদ'। তার মতে, যে ব্যক্তি মুরতাদ সাব্যস্ত হবে অমনি তাকে গ্রেফতার করে তিন দিনের জন্য আটক করতে হবে। আটক থাকাকালে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হবে এতে তার মন খোলাসা হলে ভাল কথা, নতুবা তাকে অবশ্যই দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এ বিষয়ে ফেকাহ্র চার ইমামও নাকি একমত। এই হলো

'আল্লামা' লুধিয়ানীর পান্ডিত্যের বহর ! আসুন দেখা যাক এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা কি বলেন !

প্রসঙ্গত জানা প্রয়োজন, ধর্মীয় পরিভাষায় **মুরতাদ** শব্দের অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। আহমদীরা কখনও ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, আর আহমদীয়াত কোন নতুন ধর্মের নামও নয়। সুতরাং মুরতাদের শাস্তি কি এবং কেন এ বিষয়ে বিতর্কে যাবার আগে স্পষ্টতঃ এটা জানা প্রয়োজন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে প্রদত্ত মুরতাদের ফতোয়া সম্পূর্ণ অচল ও অযৌক্তিক।

এবার আসুন কুরআনের আলোকে মুরতাদের শাস্তির বিষয়টি যাচাই করি। প্রথমেই কুরআনের নীতিগত শিক্ষা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন ঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (উচ্চারণ ঃ লা ইকরাহা ফিদ্দীন) অর্থাৎ 'দীন সম্পর্কে কোন জরবদস্তি নাই' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত)। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা আরও বলেছেন ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

উচ্চারণ ঃ 'ওয়া কুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম ফামান শাআ ফালইউমিন ওয়ামান শাআ ফালইয়াকফুর' (সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ২৯)। অর্থাৎ 'তুমি বল! এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য। যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক'। ধর্ম-গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা ইসলাম ধর্মে প্রদান করা হয়েছে। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী হয়ে লুধিয়ানী সাহেবের মত মোল্লারা বলছে, মুরতাদকে মারতেই হবে আর এ বিষয়ে চার জন ইমাম নাকি একমত ! পাঠক, ইমামদের বিষয়ে একথা স্পষ্ট, তাঁরা অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাঁরা মহান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত দিতেই পারেন না। চলুন আমরা স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক কি বলছেন সেটা দেখি। কুরআন শরীফে যত জায়গায় মুরতাদের উল্লেখ আছে সব স্থলে আল্লাহ্‌ বলেছেন, মুরতাদের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহতা'লা দেবেন। ইহকালে কোন বান্দার উপর এই শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌তা'লা দেননি। সূরা মায়েদার ৫৪ আয়াতে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

উচ্চারণ ঃ 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানু মাই ইয়ারতাদ্দা মিনকুম আন দীনিহি ফাসাওফা ইয়াতিল্লাহু বেকাওমিন ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহু আযিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, আইযযাতিন আলাল কাফিরিন ইউজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাওমাতা লায়েম, যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতিহি মাইয়াশাউ, ওয়াল্লাহু ওয়াসেউন আলীম'। ইসলামী ফাউন্ডেশনের অনুবাদ হলো, *'হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ দীন হইতে ফিরিয়া গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন, ও যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, তাহারা মু'মিনদিগের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়'।*

সুধী পাঠক, দেখুন এখানে হত্যা করার কোন কথা আল্লাহ্তা'লা আদৌ বলেছেন কি ? না, বরং আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, হে মুসলমানগণ ! তোমাদের মধ্য থেকে যদি একটা লোকও মুরতাদ হয় তাহলে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, তার বদলে আল্লাহ্তা'লা তোমাদেরকে একটি দল দান করবেন। আল্লাহ্ মুমেনদের সান্ত্বনার বাণী শুনাচ্ছেন আর বলছেন, ধর্মত্যাগীদের বদলে তিনি এত উৎকৃষ্ট মানের লোক আনবেন যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসবেন, যারা আল্লাহকে ভালবাসবে। হে মু'মিনগণ যে ব্যক্তি দুর্বল তার ঈমান ত্যাগে তোমাদের জন্য কোন ভয় নেই, বরং লাভ। তার চলে যাওয়াই ভালো। আজ একমাত্র আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে এই মাপকাঠি পূর্ণতা লাভ করে। আহমদীয়া জামাতের অভিজ্ঞতা হলো, যদি আমাদের জামাতের কোন লোক এই মতবাদ ত্যাগ করে, এই বিশ্বাস ছেড়ে দেয় তাহলে তার বিনিময়ে আল্লাহ্তা'লা একটি দল এনে দেন। কেবল একটি দলই নয় বরং দলের পর দল প্রদান করে থাকেন।

মু'মিনদের জন্য কুরআন প্রদত্ত শিক্ষা হলো, যদি কেউ সত্য পথ পরিত্যাগ করে তাহলে খবরদার তোমরা তার পিছু লাগবে না বরং তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। তার হিসাব আল্লাহ্র সাথে, তার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজের হাতে নিয়েছেন। মুরতাদের বিষয়ে কোরআন শরীফের সূরা বাকারার ২১৭নং আয়াতেও শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

উচ্চারণ ঃ '... ওয়ামাই ইয়ারতাদিদ মিনকুম আন দীনিহী ফাইয়ামুত ওয়াহুয়া কাফেরুন ফাউলাইকা হাবেতাত আমালুহুম ফিদ্‌দুনীয়া ওয়াল আখেরা, ওয়া উলাইকা আসহাবুন নার, হুম ফিহা খালেদূন।' অর্থাৎ *'... তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহকাল ও পরকালে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।'* (সূরা বাকারা, ২১৭ আয়াতের শেষাংশ, ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত)। মওলানাদেরকে বলছি, মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে ফতোয়া আনতে গেছেন চার ইমামের কাছে, অথচ কুরআন করীমের দ্বিতীয় সূরা – সূরাতুল বাকারা খুলে দেখলেন না কেন ? ওয়ামাই ইয়ার তাদিদ মিনকুম আন দীনিহী অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে স্বীয় দীন থেকে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ 'স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে'। এ স্থলে 'ফাইয়ামুত' শব্দটি লক্ষণীয়। 'ফাইউকতাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, তাকে হত্যা করার কথা বলা নাই বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলছেন, সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীরূপে যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। (সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতের শেষাংশ)। আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর কুরআন শরীফ নাযেল করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে ধর্ম শিখেছেন ও এর উপর আমল করেছেন। মুসলমানদের কেউ কেউ তাঁদের সামনে ইসলাম ত্যাগও করেছেন। যদি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ডই অবধারিত হয়ে থাকবে তাহলে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ কিভাবে সম্ভবপর ? সুধী পাঠক লক্ষ্য করুন, যাঁর এবং যাঁদের সবচেয়ে বেশী ইসলামী বিধানের উপর আমল করার কথা তাদেরই চোখের সামনে লোকেরা মুরতাদ হয়েছে। আর মুরতাদ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণও করেছে। যদি ধর্মত্যাগ বা ইরতেদাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হ'ত তাহলে আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁর সাহাবীরা কি তাদেরকে ছাড় দিতে পারতেন ? আল্লাহ্‌র আদেশ হলে অবশ্যই তাঁরা শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাদেরকে হত্যা না করা স্পষ্টত ঃ এটাই প্রমাণ করে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবা কেরাম (রাঃ) জানতেন যে, মুরতাদের জন্য ইসলাম ধর্মে জাগতিক কোন শাস্তির বিধান নাই।

মুরতাদের বিষয়ে এর পরের আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযীনা আমানু সুম্মা কাফারু সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু সুম্মাযদাদু কুফরান লাম ইয়াকুনিল্লাহু লিইয়াগফিরালাহুম ওয়ালা লিইয়াহ্দিয়াহুম সাবীলা (সূরা নিসার ১৩৭ নং আয়াত)।

অনুবাদ ঃ *'যাহারা বিশ্বাস করে ও পরে সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আবার বিশ্বাস করে আবার সত্য প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না।'*

লক্ষ্য করুন। মুরতাদকে গ্রেফতার করে তিনদিন আটক রাখ, বুঝানোর চেষ্টা কর, যদি সে বুঝে যায় তাহলে ক্ষমা করে দাও নতুবা কতল কর – এই আয়াতে কোথাও একথা বলা নাই। বরং ধর্মত্যাগীর বিষয়ে আল্লাহ্ নিজে শাস্তি প্রদান করবেন-একথা বলা হয়েছে। 'ইন্নাল্লাযীনা আমানু সুম্মা কাফারূ' অর্থাৎ যারা ঈমান আনে আর তারপর অস্বীকার করে – মোল্লাদের ফতোয়া অনুযায়ী তখনই তাদের হত্যা করার কথা, কিন্তু আল্লাহ্ বলছেন, **'সুম্মা আমানু'** অর্থাৎ মুরতাদরা পুনরায় ঈমান আনতে পারে। তাদের দ্বিতীয়বার ঈমান আনার অর্থই হলো, মুরতাদ হলে তাকে হত্যা করার কোন বিধান নাই। এই ধর্মীয় স্বাধীনতা একমাত্র ইসলাম ধর্মই প্রদান করেছে। 'সুম্মা কাফারূ' অর্থাৎ পুনরায় তাদের অস্বীকার করার স্বাধীনতা রয়েছে। এরপর আল্লাহ্ বলছেন, 'সুম্মাযদাদু কুফরান' অর্থাৎ মানুষ ধর্মের ব্যাপারে এত স্বাধীন যে, সে ইহকালে কুফরীর পর কুফরী করতে পারে। এই আয়াতে বার বার কুফরী সত্ত্বেও জাগতিক কোন শাস্তির বিধান প্রদান করা হয় নাই। কেবল বলা হয়েছে, 'লামইয়াকুনিল্লাহু লিইয়াগ্ফিরালাহুম ওয়ালা লিইয়াহ্দিয়াহুম সাবীলা' অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা এমন অপরাধীদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের হেদায়াতের পথও দেখাবেন না। মুরতাদকে হত্যা করার কোন বিধান এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ই না বরং ধর্ম গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতার শিক্ষা আমরা এথেকে জানতে পারি। সমস্ত মুসলমান ভাইদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লাচক্রের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না বরং নিজেরা কুরআন শরীফ খুলে দেখুন, আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরুন। এর মাধ্যমেই সমাজের মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্তা'লা আমাদের দেশ ও জাতিকে মোল্লাদের এসব অভিনব ফতোয়ার হাত থেকে রক্ষা করুন!

কুরআন শরীফ ছাড়াও **মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র সুন্নত ও হাদিসে** আমরা মুরতাদকে জাগতিক শাস্তি প্রদানের কোন শিক্ষা পাই না। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একজন কাতেবে ওহী (ওহী লিখক) দুর্ভাগ্যবশতঃ

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন। মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা (রাঃ) সেই মুরতাদ ওহী লিখককে কোন ধরনের জাগতিক শাস্তি প্রদান করেন নি। বরং সে ধর্মত্যাগী ওহী লিখক স্বাভাবিক জীবনযাপন শেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা আল্লামা লুধিয়ানীর মুরতাদ হত্যার ফতোয়াকে সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে। আরেক আরব বেদুঈনের কথা হাদিস শরীফে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, যে মরুভূমি থেকে মদিনায় এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত ক'রে মুসলমান হয়। রাতে মদীনায় অবস্থানকালে তার জ্বর হয়। বেদুঈনদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বভাব অনুযায়ী সে এই জ্বরকে 'কুলক্ষণ' বলে মনে করে। পরদিন সকালে সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে নিজের ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে তার বাহনে চড়ে মদিনা ত্যাগ করে। মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু নবীজী (সাঃ) নিজে কিংবা তাঁর কোন পবিত্র সাহাবী সে মুরতাদকে শাস্তি প্রদানের চেষ্টাও করেন নি। বরং মহানবী (সাঃ) মৃদু হেসে তাঁর সাহাবীদের আশ্বস্ত ক'রে বলেছিলেন, 'মদিনার উপমা একটি তন্দুরের ন্যায় যা উত্তম জিনিষ নিজের মধ্যে ধারণ করে, আর নিকৃষ্ট জিনিস বাইরে নিক্ষেপ করে।' হাদিসের উপরোক্ত দু'টি ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে, কুরআনের শিক্ষানুযায়ী মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পবিত্র সাহাবা (রাঃ) জানতেন, মুরতাদের জন্য জাগতিক কোন শাস্তি ইসলাম ধর্মে নির্ধারিত নাই। বর্তমান যুগের কিছু সংখ্যক আল্লামা আর মৌলানার ফতোয়া শুনে মনে হয়, এরা যেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চেয়েও বেশী ধর্মানুরাগ দেখাতে ব্যস্ত। আমার দৃষ্টিতে 'আল্লামা' লুধিয়ানী এদেরই একজন।

উগ্র ধর্মান্ধদের একটি ভিত্তিহীন দলিল

আলোচ্য পুস্তিকার ৫নং পৃষ্ঠায় মুরতাদের শাস্তির যৌক্তিকতা প্রমাণে 'আল্লামা'র এক অদ্ভুত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। তার মতে, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখন কেউ বিদ্রোহ করে তখন সেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি অমার্জনীয় অপরাধ। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তখন অবশ্যই তাকে শাস্তি দেয়। ইসলামের বিদ্রোহী অর্থাৎ মুরতাদেরও শাস্তি মৃত্যু।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, জাগতিক কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর ইসলাম ধর্মত্যাগ করা কি এক কথা? জাগতিক সশস্ত্র বিদ্রোহ একটি সরকারকে উৎখাত করে নির্বাসিত করতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম পরিত্যাগ করে বান্দা আল্লাহ্‌র কি ক্ষতি সাধন করতে পারে?

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় দেশের সংবিধান দ্বারা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার শাস্তি সেই সংবিধান অনুযায়ী প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হলে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। ধর্ম জগতের সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ সংবিধান হলো, আল কুরআন। ধর্মত্যাগীদের জন্য যে বিধান আল্ কুরআন বর্ণনা করে– সেটা মুরতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উপরে উল্লেখিত কুরআনের শিক্ষানুযায়ী ধর্মত্যাগী মুরতাদের জন্য কোন জাগতিক শাস্তি নেই। তাই 'আল্লামা'র যুক্তি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল। মুরতাদের বিচার হবে পরকালে আর সেই বিচারের মালিক মোল্লা নয় স্বয়ং আল্লাহ্। আল্লাহ্র দুনিয়ায় যেভাবে মুশরিক, আস্তিক, নাস্তিক সবাই থাকে তেমনি মুরতাদের থাকারও পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

সত্যিকার আলেম বনাম ধর্মব্যবসায়ী 'মোল্লা'

এ পর্যায়ে, আলেম সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) দুই প্রকার আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত অনুসারী আলেমদের সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ বাণী হলো ঃ عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

'আমার উম্মতের উলামা বনি ইসরাইল জাতির নবীদের সমতূল্য।' সেই একই মহানবী (সাঃ) শেষ যুগের আলেমদের সম্বন্ধে সাবধান করে বলেছেন ঃ عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ

'তাদের তথাকথিত উলামা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে। এদের মধ্য থেকেই ফেতনা ছড়াবে আবার এদের মাঝেই ফিরে যাবে।' (মেশকাত, কিতাবুল ইল্ম)।

মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী আমরা খোদাভীরু ও রসূলপ্রেমিক হাক্কানী আলেমদের শ্রদ্ধা করি। তাঁদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করে থাকি। এধরনের খাঁটি আলেমের সংখ্যা বর্তমানে মুসলমানদের সমাজে নিতান্তই অল্প। দ্বিতীয় প্রকার তথাকথিত 'আলেম'দের বিষয়ে আমরা নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন করি এবং অন্যদেরও সাবধান করে থাকি। বর্তমান যুগে যে সব লেবাসধারী উলামা ধর্মের নামে রাজনীতি-কুটনীতি করে, ধর্মের নামে ব্যবসা করে, ফতোয়া দিতে যেয়ে খোদার উপর খোদকারী করে, রসূল (সাঃ)-এর উম্মত হয়েও স্বয়ং তাঁরই শিক্ষা-বিরোধী কাজ করে আমরা তাদেরকে এক কথায় 'মোল্লা' আখ্যায়িত করে থাকি। সত্যিকারের ধর্ম-ভীরু আলেমরা কখনই এই 'মোল্লাদের' অন্তর্ভুক্ত নন।

যিন্দীকের বিষয়ে আল্লামা লুধিয়ানীর বক্তব্যের খন্ডন

মওলানা ইউসুফ লুধিয়ানীর আরেকটি বক্তব্য হলো মুরতাদকে তিনদিনের অবকাশ দেয়ার সুযোগ আছে কিন্তু যিন্দীককে সে সুযোগটুকুও দেয়া চলবে না, নির্ঘাত হত্যা করতে হবে। প্রশ্ন হলো, যিন্দীক কাকে বলে ? আল্লামার সংজ্ঞানুযায়ী যিন্দীক হলো এমন মুসলমান যে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করে মুরতাদ হয়েছে, কেবল মুরতাদই হয়নি বরং সে নিজের এই কুফরী মতবাদকে ইসলাম বলে প্রচারের আস্পর্দ্ধা দেখায়। 'আল্লামা' তার যিন্দীকের এই সংজ্ঞাকে নানা উপমা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। আল্লামার ভাষ্য অনুযায়ী, একজন অসৎ ব্যবসায়ী শুয়রের হারাম মাংসকে জবাই করা ছাগলের হালাল মাংস বলে বিক্রি করলে এবং মদকে জমজমের পবিত্র পানি বলে বিক্রির অপচেষ্টা করলে যেমন অপরাধী সাব্যস্ত হয়, আহমদীরাও ঠিক তেমনই অপরাধে অপরাধী। কেননা, তার মতে, আহমদীরাও তাদের জঘন্য কুফরীকে পবিত্র ইসলাম বলে চালানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। 'আল্লামা' লুধিয়ানীর বক্তব্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি মুসলিম হবার পর কাফের আখ্যায়িত হয়ে আবার নিজ কুফরীকে ইসলাম বলে চালানোর ধৃষ্টতা দেখায় সেই যিন্দীক। **কিন্তু ধর্ম গবেষকদের মতে যিন্দীকের সংজ্ঞা ভিন্ন। ইসলামী বিশ্বকোষের** দ্বিতীয় খন্ডের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় যিন্দীকের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

'যিন্দীক (বহুবচনে যানা দিকা ; গুণবাচক বিশেষ্য যান্দাক্বা) **মুসলিম ফৌজদারী আইনে শব্দটির প্রয়োগ আছে। উহা দ্বারা এমন ধর্মবিরোধী ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার প্রচারণা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক।...'**

সূধী পাঠক ! বিষয়টি লক্ষ্য করুন। প্রথমত, 'যিন্দীক' শব্দটি পাওয়া যায় ফৌজদারী আইনে। কুরআন সুন্নতে এর উল্লেখ নেই। নিঃসন্দেহে এটা পরবর্তী কালের আবিস্কৃত পরিভাষা। আরবী অভিধান অনুযায়ী, যিন্দীক শব্দটি ফারসী ভাষার। **আল্‌মুনজিদ**-এর মতে, যিন্দীক ও মুনাফিকের সংজ্ঞা অবিকল এক। মুনাফিকের শাস্তি মৃত্যুদন্ড না হলে যিন্দীকের জন্য মৃত্যুদন্ড কিভাবে প্রযোজ্য ? আবার ইসলামী বিশ্বকোষের সংজ্ঞা লক্ষ্য করুন– যিন্দীকরা কার জন্যে বিপজ্জনক ? বলা হয়েছে যিন্দীক দ্বারা **'এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার প্রচারণা রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক।'** অর্থাৎ এমন ব্যক্তি– যার 'ধর্মীয়' প্রচারণা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকীস্বরূপ, রাষ্ট্রের শৃংখলা ও সংহতি বিনষ্টকারী– তাকে বলা হয় যিন্দীক। এই সংজ্ঞানুযায়ী নিরীহ আহমদীরা যিন্দীকে পরিণত হয় না বরং **মানুষ হত্যার ফতোয়া-দাতা মোল্লারা আর ধর্মান্ধ সশস্ত্র ক্যাডাররাই যিন্দীকরূপে** চিহ্নিত হয়।

'আল্লামা' লুধিয়ানী পরিবেশিত সংজ্ঞানুযায়ী বর্তমানে মুসলমানদের কোন ফেরকাই যিন্দীকের ফতোয়া বর্হিভূত থাকতে পারে না। কেননা, মুসলমানদের সবগুলো ফেরকা অন্য কোন না কোন ফেরকার পক্ষ থেকে কাফের আখ্যায়িত হয়ে আবার মুসলমান রূপেই পরিচয় দিচ্ছে। এমন কোন্ ফেরকা আছে' যা মোল্লা প্রদত্ত কুফরি ফতোয়া থেকে বাদ পড়েছে?

কাফের ফতোয়ার ছড়াছড়ি

আসুন দেখা যাক, দেওবন্দী আলেমরা বেরেলভী ফেরকার বিরুদ্ধে কি ফতোয়া প্রদান করেছেন। এই বেরেলভী সম্প্রদায়েরও উৎপত্তি ভারতবর্ষে। এরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হাযের-নাযের জ্ঞান করেন অর্থাৎ সব জায়গায় বিরাজমান দ্রষ্টা বলে বিশ্বাস করেন। আমরা জানি, যখন কারো মৃত্যু হয় তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চলে যান কিন্তু বেরেলভীরা বলেন, হযরত (সাঃ) সর্বদা সব স্থানে উপস্থিত আর তিনি (সাঃ) আলেমুল গায়েব। তিনি সবজান্তা এবং সর্বত্র বিরাজমান।

বেরেলভী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেওবন্দীদের ফতোয়া ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ছাড়া অপর কাউকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) বলে সাব্যস্ত করে আর আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ে অন্য কারও জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করে সে নিঃসন্দেহে কাফের। তার ইমামতি, তার সাথে মেলামেশা, তার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ – সব হারাম।' *(আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী প্রণীত 'ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া কামেল', পৃঃ ৬২; প্রকাশক মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, করাচী থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল ঃ ১৮৮৩-৮৪ ইং)।*

'আল্লামা' লুধিয়ানী ও তার সমমনাদের সংজ্ঞা গ্রহণ করলে পৃথিবীর সমস্ত শিয়া, আহলে হাদীস, জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য ফেরকাভুক্তরাও নির্ঘাৎ হত্যাযোগ্য যিন্দীক সাব্যস্ত হয়। সে কথাই পরবর্তী ফতোয়াসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হবে।

শিয়াদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমদের ফতোয়া ঃ '... (শিয়ারা) কেবল মুরতাদ, কাফের আর ইসলাম-বহির্ভূতই নয় বরং তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের এমন শত্রু যা অন্যান্য সম্প্রদায়ে কম পাওয়া যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের লোকদের সাথে সব রকমের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত। বিশেষ করে বিয়ে শাদীর বিষয়ে।' *(মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত সফর মাস ১৩৪৮ হিজরী সনে প্রকাশিত ফতোয়া, 'ওলামা কেরামের সর্বসম্মত ফতওয়া শিয়া ইস্‌না আশারিয়া সম্বন্ধে' - শিরোনামে প্রকাশিত)।*

শিয়াদের বিরুদ্ধে আরেকটি ফতোয়া ঃ 'বর্তমানকালের শিয়া রাফেযীরা সাধারণভাবেই ধর্মের আবশ্যক বিষয়াদি অস্বীকারকারী এবং সুনিশ্চিৎ মুরতাদ। তাদের পুরুষ বা নারীদের বিয়ে অন্য কারো সাথে হতেই পারে না।.....' *(আল্ মলফুয ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৯৭, ৯৮)।*

এবারের ফতোয়া হচ্ছে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে - সত্তর জন দেওবন্দী আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতোয়া জারী ক'রে তাতে আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে তারা কাফের ফতোয়া দেন এবং বলেন যে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং ধর্মের জন্য ফিতনা ও ভয়ের কারণ। *(বিজ্ঞাপন, আবু আলাই ইলেকট্রিক প্রেস, আগ্রা থেকে প্রকাশিত)*

জামায়াতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ফতোয়া ঃ

❑ 'মওদুদী সাহেবের লেখা বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি দেখে প্রতীয়মান হয়, তার ধ্যান-ধারণা ইসলাম ধর্মের পথনির্দেশক সমস্ত ইমাম এবং সম্মানিত সব নবীর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা ও অবমাননায় ভরপুর। তিনি যে নিজে পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী – এতে কোন সন্দেহ নেই। ... হুযূর আকরাম (সাঃ) বলেছেন, প্রকৃত দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরও ত্রিশজন দাজ্জাল জন্ম নিবে, যারা আসল দাজ্জালের পথ সুগম করবে। আমার জ্ঞান ও ধারণা মতে সেই ত্রিশ দাজ্জালের মধ্যে একজন হলো মওদুদী।' *(মৌলানা মুহাম্মদ সাদেক, মোহতামিম, মাদ্রাসা মাযহারুল উলুম, করাচী প্রদত্ত ফতোয়া ২৮শে জিলহজ্জ, ১৩৭১ হিঃ)।*

❑ 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রধান 'হযরত' মৌলানা মুফতী মাহমুদ সাহেব মওদুদীর জীবদ্দশায় ঘোষণা করেন ঃ 'আমি আজ এখানে হায়দারাবাদস্থ প্রেস ক্লাবে ফতোয়া দিচ্ছি যে, মওদুদী গোমরাহ্, কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত। তার এবং তার জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও মৌলভীর পেছনে নামায পড়া না-জায়েয এবং হারাম। ....' *(সাপ্তাহিক 'জিন্দেগী', লায়েলপুর ঃ ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৯ইং)*

❑ এরপর 'দারুল উলুম' দেওবন্দ মাদ্রাসা কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া ঃ 'এই জামায়াত মুসলমানদের ধর্মের জন্য এদের পূর্বসূরীর (অর্থাৎ কাদিয়ানীদের) চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক'। *(ইস্তিফতায়ে জরুরী – প্রকাশক মোহাম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ্ খান, মুর্তজা প্রেস রামপুর ইউ পি থেকে ১৩৭৫ হিঃ সনে মুদ্রিত)।*

সুধী পাঠক ! বিষয়টি যাচাইয়ের দাবী রাখে। দেওবন্দীদের মতে, জামায়াতে ইসলামী 'কাদিয়ানী'দের চেয়েও খারাপ। মওলানাদের ফতোয়া অনুযায়ী যদি কাদিয়ানীরা কাফের হয়ে থাকে তাহলে জামায়াতে ইসলামী তার চেয়ে বেশী কাফের; যদি কাদিয়ানীরা মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে, জামায়াতে ইসলামী তাদের চেয়ে বেশী মুরতাদ, আর যদি কাদিয়ানীরা হত্যাযোগ্য যিন্দীক হয়ে থাকে তাহলে দেওবন্দী উলামাদের ফতোয়া অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী কাদিয়ানীদের চেয়েও বেশী মারাত্মক যিন্দীক এবং অধিক হত্যাযোগ্য। সুতরাং আলেমদের উচিত প্রথমে জামায়াতে ইসলামীকে কাফের, মুরতাদ ও যিন্দীক আখ্যা দিয়ে এর পর 'আল্লামা' লুধিয়ানীর ফতোয়া অনুযায়ী প্রথমে তাদেরকে হত্যা করে এরপর কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা। কিন্তু **'আলেমদের' পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীকে কিছু না বলে নিরীহ কাদিয়ানীদের উপর আক্রমণ চালানো স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে যে, মওলানাদের এসব ফতোয়া নিছক একটি রাজনৈতিক ভেল্কিবাজি, ধর্মের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।** তারা রাজনৈতিক কারণে ও নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে টু শব্দটি না করে নিরীহ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে একটি ইস্যু দাঁড় করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আরও মজার বিষয় হলো, এর নেপথ্যে ইন্ধন যোগাচ্ছে আবার সেই ঘৃণিত জামায়াতে ইসলামী চক্রই।

দেওবন্দী আলেমদের মতে কারা কারা কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত তা আপনারা অবগত হলেন। এবারে এই দেওবন্দী মতবাদ সম্পর্কে হারামাঈন শরীফাঈন অর্থাৎ মক্কা মদিনার আলেমগণের ফতোয়া জানা দরকার।

'দেওবন্দী এবং তাদের সমমনাদের বিরুদ্ধে হারামাঈন শরীফাঈন ও বেরেলভী আলেমদের ফতোয়া'

ভারত বিভক্তির পূর্বে প্রখ্যাত বেরেলভী আলেমদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ফতোয়া ওহাবী-দেওবন্দী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় ঃ **'ওহাবী-দেওবন্দীরা তাদের লিখিত বক্তব্যে সকল ওলী-আউলিয়া ও নবীদের, এমনকি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নেতা মহানবী (সাঃ)-এর এবং স্বয়ং মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'লার অবমাননা করার কারণে নিশ্চিতভাবে মুরতাদ ও কাফের। ... অতএব, ওহাবী দেওবন্দীরা শক্ত, অতি শক্ত ও জঘন্যতম মুরতাদ ও কাফের। তারা এত বড় কাফের যে, তাদেরকে যে কাফের না বলবে, সে নিজেও কাফের হয়ে যাবে। ... '** /

'ফতোয়া বেরেলভী উলামায়ে আরব ওয়া আজম' শিরোনামে প্রকাশিত ফতোয়া, মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভাগলপুরী কর্তৃক প্রকাশিত, কে. হাসান ইলেক্ট্রিক প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে মুদ্রিত। স্বাক্ষরদাতা আলেমগণ হলেন ঃ আল্লামা সৈয়দ জামা'ত আলী শাহ্, মৌলানা হামেদ রেযা

খান কাদেরী, মৌলানা মুহাম্মদ করম দিনভী, আল্লামা জামিল আহমদ বাদাউনী, মুফতি-এ-শরীয়ত আল্লামা উমর নঈমী ও মৌলানা আবু মুহাম্মদ দীদার মুফতী-এ আকবরাবাদ প্রমুখ। এছাড়া 'রদ্দে রাফাযাহ' ও 'আল মালফুয' দ্রষ্টব্য]

'... এরা সবাই মুরতাদ। উম্মতের সর্বসম্মত মত (ইজমা) অনুযায়ী এরা ইসলাম থেকে খারিজ। ধর্মহীনতা ও ধর্মবিকৃতির ঘৃণিত নেতা, এরা সব দুষ্ট, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চেয়েও জঘন্য। এরা এমন অশ্লীল যারা আপন পথভ্রষ্টতায় সব ধরনের কাফেরের চেয়ে জঘন্যতর। ... এরা আলেম, দরবেশ ও নেকবান্দাদের রূপধারণ করে ঠিকই কিন্তু এদের অন্তর অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ।'

('হুসামুল হারামাইন আলা মুনহারিল কুফরে ওয়াল মিয়ান" পৃষ্ঠা-৭৩-৭৬ মওলানা আহমদ রেজা খান প্রণীত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বেরেলীস্থ ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত, প্রকাশকাল ঃ ১৩২৬ হিঃ মোতাবেক ১৯০৮ ইংরেজী)।

দেওবন্দীদের বিরদ্ধে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ফতোয়া ঃ

'বর্তমান যুগে ওয়াহাবী, দেওবন্দী মতবাদের একটি দল ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করেছে, সমস্ত পথভ্রষ্ট ফিরকা সম্মিলিতভাবেও ইসলামের সেই ক্ষতি সাধন করেনি। .....' *(প্রাগুক্ত)।*

মোল্লাদের এই ফতোয়াবাজি কেবল অতীতের বিষয় নয় বরং বর্তমানেও এই প্রবণতা বিদ্যমান। কিছুদিন আগে **চরমোনাই-এর পীর সাহেবও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ফতোয়া দিয়েছেন।** তিনি বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলামী কোন ইসলামী দলই নয়। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের লোকেরা অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে **চরমোনাই ও দেওয়ানবাগীদের** লড়াই। এসব ফতোয়াবাজি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণকে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত করে তুলেছে।

উপরোক্ত ফতোয়াসমূহ পাঠ করার পর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, ইসলামের বিভিন্ন ফিরকা একে অপরকে কুফরী ফতোয়ায় 'ভূষিত' করেছে। কুফরী ফতোয়ার কারণে যদি ফতোয়াপ্রাপ্ত গোষ্ঠী সত্যি সত্যিই কাফের বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে ইসলামী ফিরকাসমূহের মধ্যে কাফের হতে আর কারো বাকী নেই। আর যেহেতু সমস্ত ফিরকা নিজেদের মতবাদকে 'খাঁটি ইসলাম' বলে প্রচারে লিপ্ত তাই 'আল্লামা' লুধিয়ানীর সংজ্ঞানুযায়ী সকলেই

'হত্যাযোগ্য যিন্দীক'-ও বটে। এমন কি 'আল্লামা' লুধিয়ানী স্বয়ং যিন্দীক আখ্যায়িত হবার যোগ্য। কেননা তিনি দেওবন্দী। দেওবন্দীদেরকে হারামাঈন শরীফাঈনের আলেমগণ আর বেরেলভী ফিরকার মতাবলম্বীরা নিশ্চিতভাবে কাফের বরং জঘন্য কাফের বলে আখ্যা দান করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও যেহেতু লুধিয়ানী সাহেব নিজেকে মুসলমান বলে প্রচারে লিপ্ত, তাই নিজ সংজ্ঞানুযায়ী তিনিও যিন্দীক।

যিন্দীক ফতোয়া লাভ আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন

'আল্লামা' লুধিয়ানী তার পুস্তিকার ৬ এবং ৯ পৃষ্ঠায় আহমদীদেরকে যিন্দীক আখ্যায়িত করে হত্যা করার ফতোয়া প্রদান করেছেন। এটি নতুন কোন বিষয় নয়। যুগে যুগে বকধার্মিক আলেমরা এভাবেই খাঁটি মুসলমানদের যিন্দীক আখ্যা দিয়ে হত্যা করার ফতোয়া প্রদান করে এসেছে। চরম বিরোধিতা যেমন আল্লাহ্র সত্য নবীর নিদর্শন, তেমনি খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐশী জামাতেরও সত্যতার নিদর্শন। পৃথিবীতে এমন কোন নবী রসুল প্রেরিত হন নাই যার বিরোধিতা না হয়েছে। ঠিক তেমনি প্রত্যেক যুগে সত্যবাদী মহান পুরুষদেরও ধর্ম ব্যবসায়ীদের অত্যাচার ও ফতোয়া সহ্য করতে হয়েছে। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা যারা জানেন তারা কুখ্যাত কাজী শুরায়হ্-এর নামও অবগত আছেন। এজিদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে ধর্মচ্যুত হত্যাযোগ্য বিধর্মী আখ্যাদান করে কাজী শুরায়হ্ মোল্লাতন্ত্রের সুচনা করেছিল। যে মোল্লাতন্ত্র আজ নিরীহ আহমদীয়া জামাতকে উৎখাত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, এদেরই পূর্বসূরীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)। যুগে যুগে একইভাবে সত্যবাদীরা যিন্দীক আখ্যায়িত হয়েছেন। শতশত মুসলমান সাধকদের মাঝে মাত্র কয়েকজনের নাম এখন আমরা উল্লেখ করছি যাদেরকে নিজ নিজ যুগে যিন্দীক আখ্যা দান করে তাদের উপরে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল ঃ

ক্রমিক	নাম	মৃত্যুর সাল	ঘটনার বিস্তৃত উদ্ধৃতি
০১.	হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)	১৫০ হিঃ	আবাতিলে ওয়াহাবীয়াহ্, পৃঃ ১৭
০২.	আল্লামা মুহাম্মদ আল ফকীহ্ (রহঃ)	১৯৩ হিঃ	মু'জামুল মুয়াল্লেফীন, একাদশ খন্ড, পৃঃ ১৬৭
০৩.	আল্লামা যুন্নুন মিসরী (রহঃ)	২৪৫ হিঃ	আল্ ইয়াওকিত ওয়াল জাওয়াহের, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪
০৪.	আল্লামা আহমদ রাওয়ান্দী (রহঃ)	৮৯ হিঃ	মু'জামুল মুয়াল্লেফীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০০
০৫.	আশ্ শায়খ মনসুর হাল্লাজ (রহঃ)	৩০৯ হিঃ	কামুসুল মাশাহীর, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৩৪
০৬.	হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)	৫০৫ হিঃ	আল্ গাজ্জালী, পৃঃ ৫৬
০৭.	শায়খ আবুল হাসান শায্লী (রহঃ)	৬৫৪ হিঃ	আলইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহের, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩০

বাংলাদেশের সিংহভাগ মুসলমান আজ নিজেদেরকে হানাফী মুসলমান বলে গর্ববোধ করে, এদেশে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর ভক্তের সংখ্যাও প্রচুর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আল্লামা লুধিয়ানীর মত উগ্রপন্থী মোল্লারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এবং ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) মত আরো শত শত খোদা-ভীরু হাক্কানী আলেমদেরকে কাফের, মুরতাদ, যিন্দীক ইত্যাদি আখ্যা দান করে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। এমনকি অনেকের জীবনাবসান পর্যন্ত ঘটেছে এই মোল্লাদের কারণে। ধর্মের নামে যুলুম, অত্যাচার, ধর্মের নামে ফতোয়াবাজি যা যুগে যুগে পবিত্র হাক্কানী আলেমদের জীবন হরন করেছে তারই ধারাবাহিকতা আজ আমরা 'আল্লামা লুধিয়ানীর' বক্তব্যে প্রত্যক্ষ করছি। হানাফীদের কি এ বিষয়ে কিছুই করণীয় নেই ? ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর ভক্তবৃন্দের ভক্তি কি এ মুহূর্তে জাগ্রত হবার নয় ? ইউসুফ লুধিয়ানীর মত উগ্রপন্থীরা যদি একবার সমাজে জেঁকে বসে তাহলে সমাজের আর রক্ষা নাই। একদল মুসলমান নির্দ্বিধায় অন্যদল মুসলমানকে হত্যা করবে। এই রক্তের হোলী খেলা বন্ধের একটিই মাত্র উপায়। আর তা হলো, কুরআন ও হাদিসের মূল শিক্ষায় সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মোল্লার মনগড়া ইসলাম অনুসরণ করলে চলবে না। মোল্লাদের ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে নতুবা সামাজিক শান্তি ও সৌহার্দ্য রক্ষার আর কোন উপায় থাকবে না।

'আল্লামা লুধিয়ানী' তার পুস্তিকায় বলেছেন, যিন্দীক-কে হত্যা করার বিষয় চার ইমামই নাকি একমত। তিনি যিন্দীকের শাস্তি বিষয়ে আরো বলেছেন, '... হাজার বার তাওবা করলেও তার উপর মৃত্যুদন্ড অবশ্যই জারী করা হবে। এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত আমাদের ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর থেকেও বর্ণিত আছে' (পৃষ্ঠা-৬)। অর্থাৎ 'আল্লামা' লুধিয়ানীর মতে হযরত ইমাম আবু হানিফাও নাকি বিনা ব্যতিক্রমে যিন্দীক মারার শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ ইসলামী বিশ্বকোষের গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে ভিন্ন কথা। বলা হয়েছে, 'কোন কোন ব্যক্তির মতে যিন্দীককে সুযোগ দেওয়া বিফল আর হানাফী সম্প্রদায়ের মতে যিন্দিককে সুযোগ দিতে হবে (২য় খন্ড, পৃঃ ৩৫৭)।' 'আল্লামা' বলে খ্যাত 'বিদ্যার জাহাজরা' ধর্মের নামে যে কত খেয়ানত করে চলেছে এটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন হতে পারে, কোনো কোনো হাদিস গ্রন্থে আর ইতিহাসের বইতে মুরতাদকে হত্যা করার যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর তাৎপর্য কি ? সেগুলো কি ইসলাম বিরোধী হত্যাকান্ড ছিল ? এর উত্তরে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর

কিছুদিনের মধ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহীরা কেবল ইসলামত্যাগী মুরতাদই ছিল না, তারা মদিনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহীও ছিল। কোনো কোনো এলাকায় তারা আঞ্চলিক শাসকদের উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় কর প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল। ইয়ামামা অঞ্চলে মুসায়লামা কায্যাবের নেতৃত্বাধীন একটি বড় সেনাদল মদিনার বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। যেহেতু এই সমস্ত বিদ্রোহী ধর্মত্যাগী মুরতাদও ছিল তাই তাদেরকে 'মুরতাদ' নামেই আখ্যায়িত করা হয়। এদের বিরুদ্ধে খিলাফতের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা দমন কল্পে যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এই যুদ্ধ নবুওত দাবী করার কারণেও ঘোষিত হয়নি, আবার ধর্মত্যাগ করার শাস্তিস্বরূপও পরিচালিত হয় নি। একমাত্র সশস্ত্র ও জঙ্গী বিদ্রোহ দমন করতে এসব যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ধর্মত্যাগের কারণে নয়। কেননা, কুরআন শরীফের অমোঘ শিক্ষার আলোকে একথা পরিষ্কার, সত্য-ধর্ম বর্জনের শাস্তি কোনো মানুষ দিবে না, এর কোনো জাগতিক শাস্তিও নির্ধারিত নেই। স্বয়ং আল্লাহ্তা'লা পরকালে এর বিচার করবেন। এ জগতে মানুষ যে কোনো ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'মুরতাদের শাস্তি' বিষয়টা বুঝা খুব সহজ। অহরহ পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় 'সর্বহারাদের' সাথে পুলিশের বন্দুক যুদ্ধের খবর। আবার জানা যায় দক্ষিণাঞ্চলে অমুক দিন এতজন 'সর্বহারা' গ্রেফতার ! এই 'সর্বহারা'গণ কেমন সর্বহারা ? এরা কি নিঃস্ব রিক্তহস্ত ? জ্ঞানী পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, এই সর্বহারা একটি বিশেষ পার্টির লোক যারা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত। এরা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্রোহী দল যাদের লক্ষ্য হচ্ছে সরকারকে উৎখাত করা। এরা শাব্দিক অর্থে সর্বহারা অর্থাৎ রিক্তহস্ত নিঃসম্বল নয়। ঠিক তেমনি, ১৪০০ বছর আগে আরবের বিভিন্ন অংশে যে 'মুরতাদ'-দের বিরুদ্ধে অভিযান চালিত হয় তারাও ধর্মত্যাগী হবার কারণে শাস্তি লাভ করে নি বরং সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে শাস্তি লাভ করেছিল।

'আল্লামা'র তৃতীয় অভিযোগের উত্তর

যিন্দীকের বিষয়ে আল্লামার বক্তব্য খন্ডন করার পর এবার আমরা তার তৃতীয় অভিযোগ পর্যালোচনা করবো। তার মতে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা সঠিক অর্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে না। আল্লামা কর্তৃক উত্থাপিত এই অভিযোগ নতুন নয় বরং তিনি তার পূর্বসূরীদের পুরনো কাসুন্দিই ঘেটেছেন।

এক শতাব্দীর বেশী সময় ধরে একই অভিযোগ আধ্যাত্মিকতাশূন্য এই মওলানারা আহমদীয়া জামাতের এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আরোপ করে এসেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ), প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ) নিজে এই অপবাদ খন্ডন করে বলেছেন ঃ

'আমার এবং আমার জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি না–এটা আমাদের বিরুদ্ধে ডাহা মিথ্যারোপ বৈ আর কিছুই নয়। আমরা যে প্রত্যয়, দৃঢ়বিশ্বাস ও যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামুল্আম্বিয়া বলে বিশ্বাস করি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অপরাপর লোকেরা মানেন না এবং সেভাবে মানার মত তাদের সেই হৃদয়, ক্ষমতা ও যোগ্যতাও নেই। খাতামুল্আম্বিয়া (সাঃ)-এর খতমে নবুওতের মধ্যে যে প্রগাঢ় সত্য ও তত্ত্ব এবং রহস্য নিহিত রয়েছে তা তারা বুঝেনই না। তারা কেবল বাপ-দাদার কাছ থেকে একটি শব্দ শুনে রেখেছেন কিন্তু এর প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবহিত। তারা জানেন না যে, খতমে নবুওত বিষয়টি কি, এর উপর ঈমান আনার মর্মই বা কি। কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ ও সংশয়াতীত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে (যা আল্লাহ্তা'লা উত্তমরূপে অবগত আছেন) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামান্নবীঈন বলে বিশ্বাস করি এবং খোদাতা'লা আমাদের নিকট খতমে-নবুওতের গুঢ়-তত্ত্ব এরূপ প্রাঞ্জলভাবে খুলে দিয়েছেন, এর গভীর তত্ত্ব ও মর্মের যে সুপেয় শরবত পান করিয়েছেন তাতে এমন এক অনুপম স্বাদ আমরা লাভ করে থাকি যা একই উৎস থেকে পান করে তৃপ্তি লাভকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ অনুমানও করতে পারে না' (মলফুযাত ঃ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪২)।

'খাতামান্নাবীঈন' ও শেষ নবী বিতর্ক

আল্লামা লুধিয়ানী তার অভিযোগে বলেছেন আহমদীরা খাতামান্নাঈন (সাঃ)-এর পর নতুন নবী মানে এবং এর মাধ্যমে তারা এক নতুন ধর্মের ভিত্তি রচনা করেছে।

সুধী পাঠক, আহমদীরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কুরআন, সুন্নত এবং হাদিসের শিক্ষানুযায়ী খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করে। যে অর্থে কুরআন মহানবী (সাঃ)-কে খাতামান্নবীঈন বলে, ঠিক সেই অর্থেই আহমদীরা তাঁকে

খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করে, যে অর্থে মহানবী (সাঃ) নিজে খাতামান্নবীঈন হবার দাবী করেছেন, ঠিক সেই অর্থেই আহমদীরা তাঁকে খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করে। 'খাতাম' শব্দের যত অর্থ আছে সব অর্থেই আহমদীরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করে। খাতামান্নবীঈন-এর সর্বপ্রধান অর্থ হলো নবীগণের মোহর। সীল-মোহর যেমন সত্যায়ন করে তেমনি মহানবী (সাঃ)-ও নবীগণের সত্যায়নকারী। 'খাতাম' শব্দের একটি অর্থ–আংটি। আংটি যেমন শোভা বর্ধনকারী তেমনি নবী (সাঃ) নবীদের শোভা বর্ধনকারী। এর তৃতীয় অর্থ নবীদের গুণাবলী পরিবেষ্টনকারী। খাতামান্নবীঈন-এর অন্যতম অর্থ হলো, নবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ। 'খাতাম' শব্দ যখন বহুবচনের প্রতি আরোপিত হয় তখন এর অর্থ হয়, সেই শ্রেণীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল অর্থেই আহমদীরা মহানবী (সাঃ)-কে খাতামান্নবীঈন বলে বিশ্বাস করে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বয়াত করতে হলে বয়াতকারীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খাতামান্নবীঈন বলে ঘোষণা দিতে হয়। তাই কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়া জামাতভুক্ত হতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মহানবী (সাঃ)-কে খাতামান্নবীঈন বলে বিশ্বাস না করে। এ প্রসঙ্গে আহমদীয়া জামাতের বয়াত ফরম দ্রষ্টব্য।

আহমদীরা মহানবী (সাঃ)-কে শেষ নবী বলেও বিশ্বাস করে। কুরআন ও হাদিস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দু'ভাবে শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দেয়। এক. শরীয়ত বাহক শেষ নবী (সূরা মায়েদা, আয়াত-৩)। দুই. নবুওতের উৎকর্ষের দিক থেকে শেষ নবী (মেরাজ শরীফ সংক্রান্ত হাদিস)। আহমদীরা বিশ্বাস করে-রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর স্বাধীন, শরীয়তধারী ও কর্তৃত্বকারী কোন নবীর জন্ম হতে পারে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আনুগত্যে দাসত্বের নবুওত লাভ সম্ভব। আল্লাহ্তা'লা সূরা নিসার ৬৯ আয়াতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

উচ্চারণ ঃ ওয়ামাই ইউতিইল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাউলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবীঈনা ওয়াস সিদ্দিকীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ে ওয়াস সালেহীন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা ॥

অর্থাৎ ঃ '*এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূল (হযরত মুহাম্মদ) (সাঃ)-এর আনুগত্য করবে তারা পুরস্কার প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ*

নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং সালেহদের। এবং এরা সঙ্গী হিসাবে বড়ই উত্তম!'

উপরোক্ত আয়াতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণীত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলছেন, যারা আল্লাহ্র এবং মহানবী (সাঃ) -এর আনুগত্য করবে তারা আধ্যাত্মিকভাবে বঞ্চিত থাকবে না। তারা আধ্যাত্মিকতার সবকটি পুরস্কারই লাভ করবে। তারা সালেহ্ অর্থাৎ সাধারণ নেক বান্দা হতে পারবে, এরপর শাহাদাতের আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করতে পারবে। তারা সিদ্দিকিয়াতও লাভ করতে পারবে এবং যুগের চাহিদা ও খোদার অনুগ্রহ থাকলে মহানবী (সাঃ)-এর একজন অনুসারী এই উম্মতে 'আনুগত্যকারী নবুওত'–ও লাভ করতে সক্ষম।

এই একই কথার উল্লেখ রয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৮১নং আয়াতে। সূরা আহযাবের ৭নং আয়াতে। সূরা আরাফ ৩৫নং ও সূরা হাজ্জ এর ৭৫নং আয়াতে। এসব আয়াতে আল্লাহ্তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য 'আনুগত্যকারী নবুওত' প্রাপ্তির পথ খোলা আছে বলে ঘোষণা করেছেন। সূরা মায়েদার ৩য় আয়াতে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

উচ্চারণ ঃ 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীন কুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মতি ওয়া রাযিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা।'

অর্থাৎ - *'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম।'*

এস্থলে, শরীয়ত শেষ একথা আল্লাহতা'লা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং **'যে নবী শেষ সম্পূর্ণ শরীয়ত আনয়ন করেন তিনি শেষ নবী'।**

মেরাজ শরীফ সংক্রান্ত হাদীসে পরিষ্কার লেখা আছে, সমস্ত আধ্যাত্মিক আকাশ অতিক্রম করার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরশের মালিক আল্লাহ্র সবচেয়ে নিকটে গিয়ে উপস্থিত হন। সমস্ত নবীদের অতিক্রম করে যে নবী নবুওতের উৎকর্ষের শেষ মার্গে উপনীত হন তিনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। **সুতরাং যে নবী নবুওতের উৎকর্ষের শেষ মার্গে পৌঁছান – তিনিই শেষ নবী।**

উপরোক্ত দুই অর্থেই আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে **শেষ নবী** বলে মানি। কিন্তু কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী খাতামান্নাবীঈন হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর তাঁর আনুগত্যকারী দাসত্বের নবুওত লাভ করা সম্ভব। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বরকতে এ ধরনেরই দাসত্বের নবুওত লাভ করেছিলেন। উম্মতী নবুওত বলতে নতুন কোন কলেমা বা শরীয়ত-বাহক বুঝায় না বরং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কল্যাণে আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী লাভ ও নৈকট্য লাভ বুঝায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে খাতামান্নাবীঈন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরে ঈসা নবীউল্লাহ্‌র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন (মুসলিম শরীফ কিতাবুল ফিতন ও ইবনে মাজা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং খাতামান্নাবীঈনের অর্থ হলো তারপরে শরীয়ত-বাহক, স্বাধীন ও কর্তৃত্বকারী কোন নবী আসবে না কিন্তু আনুগত্যকারী, দাস নবুওতের পথ খোলা রয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিবেশিত খাতামান্নবীঈনের উপরোক্ত ব্যাখ্যা নতুন কিছু নয় বরং এই উম্মতের সর্বজনবিদিত সাহাবীরা, জ্ঞানী মুফাস্‌সেরগণ ও হাক্কানী আলেমরা খাতামান্নাবীঈন বিষয়ে এই একই কথা উম্মতকে বলে গেছেন। যেমন, **হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন,**

"قُوْلُوْا اِنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ" (تكمله مجمع البحار ص٨٣).

'ক্বলু ইন্নাহু খাতামুল আম্বিয়া ওয়ালা তাকুলু না নাবীয়া বা'দাহু' (তাকমেলা মজমাউল বিহার, পৃঃ ৮৩ ; দুররে মনসুর, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২০৪)। **অর্থাৎ তোমরা তাঁকে খাতামান্নাবীঈন বল কিন্তু তার পরে নবী নাই একথা বলো না।** তবে কি আল্লামা লুধিয়ানী এবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে বিধর্মী বলার আস্পর্ধা দেখাবেন ? এখানেই শেষ নয়। আহমদীয়া জামাত পরিবেশিত ব্যাখ্যা আর **হযরত আল্লামা হাকিম তিরমিযী (রহঃ) সৈয়দ আব্দুল করিম জিলানী (রহঃ), সুফী সম্রাট হযরত আল্লামা মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ), আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শারানী (রহঃ), আল্লামা কুম্মি (রহঃ), হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ), হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ)** প্রমুখ বরেণ্য ইসলামী বুযুর্গ ও মনীষীগণ এই একই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 'আল্লামা' লুধিয়ানী যদি কষ্ট করে হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর 'ফতুহাতে মক্কিয়া' আর ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী (রহঃ)-এর 'আল্ ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহের' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী পড়ে দেখতেন তাহলে নিরীহ আহমদীদেরকে নূতন দীনের অনুসারী বলার এতবড় স্পর্ধা দেখাতেন না। এখানেই শেষ নয়! স্বয়ং আল্লামা লুধিয়ানীর গুরু **দেওবন্দী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী সাহেবও আহমদীয়া**

জামাতের অনুরূপ বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'তাহ্‌যিরুন্ নাস'-এ তিনি বলেছেন, **'ধরুন যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পরে কোন নবীরও জন্ম হয় তথাপি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খাতামিয়্যাতে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না'** (তাহযিরুন নাস, পৃষ্ঠা -২৮)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতায় আল্লামা লুধিয়ানী ও তার সমমনারা এতই অন্ধ যে তারা আজ ফতোয়াবাজি করতে যেয়ে নিজেদের বরেণ্য বুযুর্গ মনীষীদেরও 'মুরতাদ' ও 'যিন্দীক' বানিয়ে ছাড়ছে। কেননা, খাতামান্নাবীঈন-এর স্থায়ী কল্যাণ ও বরকতে বিশ্বাসী হবার কারণে যদি কাদিয়ানীরা অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে উপরোল্লেখিত সর্বজনবিদিত সাহাবী আর হাক্কানী আলেমরাও সেই একই অপরাধে অপরাধী। বুদ্ধিমান ও সত্যান্বেষণকারীদের জন্য এস্থলে বড় শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

❑ *হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)* ❑

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় প্রেমিক

'আল্লামা' লুধিয়ানী বলেছেন হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) নাকি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত দীনকে কুফর বলেছেন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিকা। প্রকৃত ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত মীর্যা সাহেব নিজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একনিষ্ঠ উম্মত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁর লেখায় ও জীবনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর প্রেম নিবেদনের একটি বিশাল ভান্ডার বিদ্যমান। তারই এক ঝলক উপস্থাপন করছি। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেছেন, ***'আমার ধর্মমত হলো, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পৃথক করে এ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত নবী একত্রিত হয়েও যদি সেই দায়িত্ব ও সংশোধনের কাজ সম্পাদন করতে চাইতেন যা মহানবী (সাঃ) সম্পাদন করে গেছেন, তাহলে তাঁরা তা কখনই করতে পারতেন না। তাঁদেরকে সে অন্তর আর সে শক্তিই প্রদান করা হয় নি যা আমাদের নবী (সাঃ)-কে প্রদান করা হয়েছিল। যদি একথায় কেউ নবীদের বে-আদবী মনে করে***

(নাউযুবিল্লাহ্) তবে সেই অজ্ঞের পক্ষ থেকে তা হবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা। আমি সমস্ত নবীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা আমার ঈমানের অঙ্গ মনে করি। কিন্তু সকল নবীর উপর হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার ঈমানের সবচাইতে বড় অঙ্গ, আর এ বিশ্বাস আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। দুর্ভাগা আর দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত বিরোধী যা ইচ্ছা বলুক ; কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) আমাদের নবী করীম (সাঃ) যে কাজ সম্পাদন করে গেছেন তা পৃথক পৃথকভাবে কিম্বা সম্মিলিতভাবে অন্য কারও দ্বারা সম্পাদিত হতে পারতো না। আর এটি আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহবিশেষ। যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতিহি মাইয়্যাশাউ।' (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২০, নব সংস্করণ)।

মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় হযরত মির্যা সাহেব তাঁর এক বিখ্যাত ফারসী পংক্তিতে বলেছেন,

"بعد از خدا بعشق محمدؐ مخمرم گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم"

অর্থ ঃ *'খোদার পর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র প্রেমে আমি বিভোর। যদি একাজ কুফর হয়ে থাকে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি বড় কাফের!!'*

আলোচ্য পুস্তিকার ১১, ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, হযরত মীর্যা সাহেব নাকি সমস্ত মুসলমানদের কাফের বলেছেন। নাউযুবিল্লাহ্। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) মুসলমানদের কাফের বলেননি বরং তিনি মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য-ভান্ডারের বহু স্থানে তিনি সমস্ত জগতের সামনে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে গেছেন। তিনি কেবল সে সমস্ত বক্র আলেমদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন যারা মুসলমানদেরই একাংশকে কাফের বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

হযরত মীর্যা সাহেব মহানবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার পর সাহাবায়ে কেরামের গুণাগুণ তুলে ধরেছেন। বলেছেন, পবিত্র সাহাবা (রাঃ) নিজেদের স্বভাব-চরিত্রে মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি ছিলেন (ফতেহ ইসলাম, পৃঃ ৩৫)। 'ইযালায়ে আওহাম' গ্রন্থে তিনি 'ইস্‌না আশারিয়া' সম্প্রদায়ের ইমামদের উচ্চ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন। ফেকাহ্‌র চারজন ইমামকে তিনি ইসলামের জন্য চারটি দেয়াল বলেও উল্লেখ করেছেন। এই অভিযোগটি যে 'আল্লামা' লুধিয়ানীর কত বড় মিথ্যাচার তা এবারকার উদ্ধৃতি পড়লেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) লিখেছেন ঃ

'আমাদের নেতা ও অভিভাবক মহানবী (সাঃ)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি শতাব্দীতে এমন খোদা-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এই উম্মতে জন্মগ্রহণ করে এসেছেন যাদের মাধ্যমে ঐশী নিদর্শন দেখিয়ে আল্লাহ্‌তা'লা অন্যান্য জাতিগুলোকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। ... ইসলাম ধর্মে, ইসলামের স্বপক্ষে আর মহানবী (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণে এই উম্মতের ওলী আওলিয়ার মাধ্যমে যত ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে এর কোন তুলনা অন্য কোন ধর্মে কখনই পাওয়া যায় না' (কিতাবুল বারিয়্যাহ, পৃঃ ৭৩, ৭৪)।

তাই 'আল্লামা' লুধিয়ানীর মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য ঃ 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন';'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ॥

আল্লামা লুধিয়ানী তার পুস্তিকায় বার বার উপমা দিয়েছেন ছাগলের মাংসের আর শূকরের মাংসের। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বলেছেন, মদের বোতল আর যমযমের লেবেল লাগানোর কথা। পাঠকবৃন্দ ! এবার আমিও আপনাদের ছোটবেলার একটি গল্প স্মরণ করিয়ে দেই। ক্ষুধার্ত এক শিয়াল শত লম্ফ ঝম্ফ করেও যখন পাকা রসালো আঙ্গুরের নাগাল পায়নি তখন সে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঘোষণা দিয়েছিল ঃ 'আঙ্গুর ফল টক'। আহমদীয়া-বিরোধী পন্ডিতদের হয়েছে সেই শিয়ালের দশা। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে তারা ব্যর্থ, বাহ্যিকভাবে অনেক হাঁক ডাক করেছেন ঠিকই কিন্তু খোদাতা'লার সাড়া পান নি। তাই নিরাশায় হতাশায় ফতোয়া দিয়েছেন 'কারও সাথে এখন আর আল্লাহ্ কথা বলতে পারেন না, বর্তমানে কাউকে খোদাতা'লা নৈকট্য প্রদান করতে পারেন না!' বড়ই পরিতাপ এসব 'আল্লামার' জন্য! তাদের মুখের কথায় খোদাতা'লা পূর্বেও তাঁর প্রিয়দের সাথে কথা বলা বন্ধ করেন নি, এযুগেও তিনি তাঁর সান্নিধ্য থেকে তাঁর রসূল (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীকে বঞ্চিত করেন নি। আহমদীয়া জামাতের কাছে সত্যি সত্যিই পরম সুস্বাদু ও উপাদেয় আধ্যাত্মিক খাদ্য ও পরম তৃপ্তিদায়ক আধ্যাত্মিক পানীয় আছে। তাই আজ ভালভাবে যাচাই করে দলে দলে মানুষ এই জামাতভুক্ত হয়ে চলেছে।

পাকিস্তানী মোল্লাদের ফতোয়া নিয়ে বাংলাদেশী একদল মৌলভী আজকাল বেশ লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করেছে। তাদের যাচাই করা উচিত, পাকিস্তান আহমদীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলমান ঘোষণা করে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে কি ধরনের পুরস্কার পেয়েছে ? ১৯৭৪ সালের পর থেকে পাকিস্তানে কি কি পার্থিব, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে ? এ বিষয়টি

যাচাই করার জন্য দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সে দেশের সংবাদ পাঠ করাই যথেষ্ট।

সুধী পাঠক, ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই শান্তিপ্রিয় ও নিরাপত্তার প্রতীক। পাকিস্তানী মোল্লাচক্র ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে বাংলাদেশকে আবার 'পাকিস্তান' বানাতে চায়। বর্তমান পাকিস্তান একটি সাম্প্রদায়িকতা আক্রান্ত দেশ। পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানের শিয়া-সুন্নী, মোহাজের-পাঠান আর সিপাহে সাহাবা ও রাফেযী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মাঝে সংঘটিত দাঙ্গা ও মারামারির লোমহর্ষক সংবাদ প্রায় প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। যে 'মোল্লাতন্ত্র' পাকিস্তানকে ধর্মের নামে শান্তি ও স্থিতি প্রদান করতে পারে নি তা বাংলাদেশের যে কি সেবা করবে তা সহজেই অনুমেয় ! নিজের দেশকে ছাড় খার করার পর মোল্লাদের এবারকার টার্গেট–**বাংলাদেশ!** লেজকাটা এক শিয়াল পণ্ডিত লেজ হারানোর দুঃখ ভুলাতে অন্য শিয়ালদেরকে যেভাবে লেজ কাটার পরামর্শ দিয়েছিল আজ পাকিস্তানী পন্ডিত ও 'আল্লামা'রা এদেশে সেই একই কাজ করছে। কুরআন ও হাদিস-ভিত্তিক উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট, **'আল্লামা' লুধিয়ানী ও তার সমগোত্রিয়দের ফতোয়া সম্পূর্ণভাবে কুরআন, হাদিস ও মানবতা বিরোধী। পবিত্র ধর্ম ইসলামের সাথে এসব ফতোয়ার দূরতম সম্পর্ক নেই। মানুষ হত্যাই এসব ফতোয়াবাজির মূল উদ্দেশ্য। কোনক্রমেই এ দেশের মাটিতে উগ্র, ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী চক্রকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। ধর্মপ্রাণ হাক্কানী আলেমদের আর দেশপ্রেমিক জনগণের পক্ষ থেকে এই ধর্ম-বিরোধী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার এখনই সময়।**

সরকার ও প্রশাসনের নীতি-নির্ধারক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন, আমাদের সাধের এই মাতৃভূমি আগে থেকেই অনেক দুঃসহ সমস্যায় জর্জরিত। দয়া করে, ধর্ম-ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে প্রশ্রয় দিয়ে নতুন এক ক্যান্সারের সৃষ্টি করবেন না । বাংলাদেশের জন্য এটা হবে, মরার উপর খাঁড়ার ঘা। পাকিস্তান থেকে যদি কিছু আমদানী করতেই হয় তাহলে প্রয়োজনে ভাল জিনিষ আমদানী করা যেতে পারে। কিন্তু দোহাই লাগে, সেখান থেকে 'মোল্লাতন্ত্রের অভিশাপ' আমদানী করতে দিবেন না! **ধর্মের নামে রক্তপাতের চক্রান্ত এদেশে সফল হতে দিবেন না!**

মহান আল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সুমতি দান করুন। আমরা যেন সবাই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করি (আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন)।

❑❑❑

এক নজরেঃ

- পাকিস্তানী মোল্লা কর্তৃক মানুষ মারার ফতোয়া!
- মুরতাদের ইসলামী শাস্তি কি ?
- 'যিন্দীক'-এর সংজ্ঞা ও এ সংক্রান্ত বিধান।
- কাফের ফতোয়ার ছড়াছড়ি !
- জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আলেমদের একাধিক ফতোয়া !
- আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাস।
- বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ কোন্ ষড়যন্ত্র ?

'FATWABAZIR ONTORAALE' (Bangla)

' Fanaticism : In the Garb of Religious Edicts.'

Reply to a booklet published in Bangla, titled 'Qadianeera Kafir Ebong Onnanno Kafirder Shonge Qadianeeder Parthokko' i.e. Qadianees are Non-Believers and difference between Qadianees and other Non-Believers.

by

Maulana Abdul Awwal Khan Chowdhury

Published by

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh